জমে উঠেছে কুষ্টিয়া মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ কাপড়ের হাট

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কাপড়ের বাজার কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ কাপড়ের হাট। আসন্ন ঈদকে সামনে রেখে প্রতিদিনই বাড়ছে বেচাকেনা। শুধু পাইকারি নয়, এই হাটে খুচরাও বিক্রি বেড়েছে। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দোকানগুলোতে বেচাবিক্রি চলে।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও নিত্যনতুন ডিজাইনের কাপড়ের পসরা সাজিয়ে বসিয়েছে দোকানিরা। ফলে ক্রেতাদের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে বাজার।

জানা যায়, প্রায় অর্ধ শতাধিক বছর আগে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহে গড়ে ওঠে পাইকারি কাপড়ের হাট। সপ্তাহের বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার পরপর এই তিনদিন এখানে হাট বসে।

দামে সাশ্রয়ী হওয়ায় কুষ্টিয়াসহ পার্শ্ববর্তী জেলার মানুষ এই হাটে কাপড় কিনতে আসেন। এছাড়া পাইকারি বাজার হওয়ায় আশপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যবসায়ীরাও আসেন এখানে। এই হাটে গজ কাপড়, থান কাপড়, পাঞ্জাবির কাপড়, থ্রিপিচ, শাড়ি, সুতির কাপড়, জাকাতের কাপড়, মশারি, কোর্ট, প্যান্ট ও শার্টের পিচ, লুঙ্গি, রেডিমেট পোশাক পাওয়া যায়। সপ্তাহের বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার পোড়াদহ কাপড়ের হাট বসে। এই হাটে প্রায় ২ হাজার দোকান আছে।
যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে প্রায় ১৫-২০ হাজার লোকের।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম এই পাইকারি পোশাকের বাজার পোড়াদহের কাপড়ের হাট। ঈদকে সামনে রেখে দেশের হাজার হাজার পাইকাররা শাড়ি, পাঞ্জাবি, লুঙ্গি, গামছা, বেডশিট, থ্রিপিস, টুপিস, প্যান্ট-শার্ট পিসসহ বিভিন্ন ধরনের বাহারি পোশাক কিনতে ছুটে আসেন এই হাটে।

নিত্যনতুন ডিজাইনের কাপড়ের পাশাপাশি দাম কম হওয়ায় দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসেন তারা। সুলভ মূল্যে এ সকল পণ্য কিনতে পেরে খুশি পাইকার ও সাধারণ ক্রেতারা।

বর্তমানে এই হাটে পাইকারি হিসেবে থ্রিপিস বিক্রি হচ্ছে ৪০০ থেকে

সর্বোচ্চ ২০০০ হাজার টাকা, লুঙ্গি ১৮০ থেকে ৭০০ টাকা, শাড়ি ৩৫০ থেকে ২০০০ টাকা এবং পাঞ্জাবি বিক্রি হচ্ছে ২৫০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত।

এছাড়াও অন্যান্য পণ্য হাতের নাগালে পাওয়া যায়। ঈদকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও চাঁদরাত পর্যন্ত দেড় থেকে দুইশো কোটি টাকা বিক্রির আশা করছেন এখানকার ব্যবসায়ীরা।

পোড়াদহ বাজারের সবচেয়ে বড় শাড়ি, থ্রিপিস, শার্ট পিস, পাঞ্জাবির মোকাম অঙ্গশোভায় গিয়ে দেখা গেছে, দোকানে প্রচণ্ড ভিড়। কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মশান থেকে ঈদের কেনাকাটা করতে আসা বিপুল হোসেন বলেন, ‘পোড়াদহ কাপড়ের হাটে কেনাকাটা করার মজাই আলাদা। আমি প্রতিবছর পরিবারের জন্য এখান থেকেই কেনাকাটা করি।’

জাকাতের কাপড় কিনতে আসা ইয়াসিন আলী বলেন, ‘দামে সাশ্রয়ী হওয়ায় আমি এখান থেকে কাপড় কিনি।’

মেহেরপুর থেকে আসা পাইকারি কাপড় ব্যবসায়ী সাব্বির ইসলাম বলেন, ‘আমরা এখান থেকে পাইকারি কাপড় কিনি। কম দামে বেশ ভালো কাপড় পাওয়া যায়।’ তিনি বলেন, এই হাট থেকে আমি বিভিন্ন আইটেমের থ্রি-পিসসহ অন্যান্য কাপড়চোপড় কিনেছি। এলাকায় আমার দোকান আছে, সেখানে এগুলো বিক্রি করবো। ভালোই লাভ হয়।

সেতু গার্মেন্টসের মালিক আমজাদ হোসেন বলেন, ‘হাটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভালো হাওয়ায় প্রতিদিনই বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা এখানে কাপড় কিনতে আসেন।’

হাটে আসা ক্রেতা হাফিজুর রহমান বলেন, আমরা এই হাটে ঈদের মার্কেট করতে এসেছি। এক দোকান থেকে অন্য দোকানে গিয়ে কাপড় দেখছি। যেটা ভালো লাগে সেটা কিনবো। তবে তুলনামূলক মোটামুটি সকল কাপড় সাশ্রয় মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।

কেনাকাটা করতে আসা আফরোজা খাতুন বলেন, শুনেছি পোড়াদহ হাটে কম দামের কাপড় সস্তায় পাওয়া যায়। আমরা এখানে আসি কম দামে কাপড় কেনার জন্য। এখানে অনেক ভালো ভালো কোয়ালিটির কাপড়ও বিক্রি হয়।

কাপড়ের হাটের ব্যবসায়ী ছালেহা বস্ত্র বিতানের স্বত্বাধিকারী মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, রমজানের অর্ধেকের বেশি চলে গেলেও বেচাকেনা বেশ ভালোই হচ্ছে। পোড়াদহ কাপড়ের হাটটি পাইকারি মার্কেট। যার

কারণে এক দামে কেনা-বেচা হয়। তাতে ক্রেতাদের ঠকার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এ জন্য উৎসব মুখরভাবে ম্যাক্সিমাম যারা ক্রেতা, তারা সরাসরি হাটে চলে আসে।

পোড়াদহ কাপড়ের হাট মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনি খা বলেন, এই হাটে প্রচুর লোকের সমাগম হয়। দেশের দূরদূরান্ত জেলা থেকে ব্যবসায়ীরা কেনাকাটা করতে আসে। ঈদকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও চাঁদরাত পর্যন্ত দেড় থেকে দুইশো কোটি তাকার কাপড় বিক্রি হবে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিরপুর সার্কেল) আব্দুল খালেক বলেন, ‘পোড়াদহ হাটে পুলিশের টহল ও গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।’

আমি জনগণের রায়ে নয়, কারচুপির ভোটে পরাজিত হয়েছি– ইনু

জাসদ সভাপতি ও কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসন থেকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের হয়ে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী হাসানুল হক ইনু ভোটে পরাজিত হয়ে এই নির্বাচনকে “কারচুপি” বলে অভিহিত করেছেন।

ইনু বলেন, “আমি জনগণের রায়ে নয়, কারচুপির ভোটে পরাজিত হয়েছি। আশা করি, এটা সবাই তদন্ত করে দেখবেন এবং প্রতিকার করবেন।”

মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরের পর কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা জাসদ কার্যালয়ে নির্বাচন পরবর্তী সাংগঠনিক মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের সামনে তিনি এই মন্তব্য করেন।

সংবাদ সম্মেলনে হাসানুল হক ইনু বলেন, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া সারা দেশে ভোট সুষ্ঠু হয়েছে। এই মতের সাথে আমি একমত। দ্বিতীয়ত, আমি মনে করি, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত যে কারচুপির ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আমরা এলাকা কুষ্টিয়া-২

পড়েছে। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মস্তান বাহিনী ভোটের সাত দিন আগে থেকে যে আতঙ্ক চালাচ্ছে সেটাও বন্ধ করা সম্ভব হয়নি এবং ভোটের দিন ১৬১ কেন্দ্রে মধ্যে অস্বাভাবিক ভোট প্রদার লক্ষ্য করা গেছে। যা কারচুপির মাধ্যমে করা হয়েছে। এ বিষয়ে বারবার প্রতিবাদ করার পরেও, কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরেও প্রশাসনের কর্মকর্তারা কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

নির্বাচনের কোনো রাজনৈতিক প্রভাব জোটে পড়বে না উল্লেখ করে জাসদ সভাপতি বলেন, “ নির্বাচন নিয়ে জোটের শরিকদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, সেটা অবশ্যই নিষ্পত্তি করতে হবে। একই সঙ্গে জোটের প্রার্থীর এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী স্বতন্ত্র প্রার্থীর গুন্ডাবাহিনীর যে আক্রমণ, হুমকি-ধমকি অত্যাচার শুরু হয়েছে, এটা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। তা না হলে জোটের অভ্যন্তরে সুষ্ঠু পরিবেশ থাকবে না।”

তিনি আরও বলেন, ঢাকায় গিয়ে জোটের বৈঠকে কথা হবে। যেহেতু আমরা জোটের শরিক সেহেতু এলাকায় আওয়ামী লীগের সঙ্গে সাংঘর্ষিক অবস্থা থাকা উচিত না। জোটের প্রার্থীর বিরদ্ধে অনেকক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব বিরোধিতা করেছে। এটা আমরা নজরে আনবো। এটা তাদের দলীয় বিশৃঙ্খলা, সমাধান করার আহ্বান জানাবো।

এ সময় জেলা জাসদের সভাপতি গোলাম মহসিন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলিম স্বপন, মিরপুর উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আহম্মদ আলীসহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর ও ভেড়ামারা) আসনে নৌকা প্রতীকে পরাজিত হয়েছেন ১৪ দলীয় মহাজোটের প্রার্থী জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। তিনি পেয়েছেন ৯২ হাজার ৪৪৫ ভোট। ১ লাখ ১৫ হাজার ৭৯৯ ভোট পেয়ে জয় পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে দেশের অনেক উন্নয়ন হয়েছে : ইনু

‘আওয়ামী লীগ ও জাসদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক বিরোধ নেই বলে জানিয়েছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রীক দল-জাসদ সভাপতি ও হাসানুল হক ইনু।

তিনি বলেন, খন্দকার মুশতাকের দালালেরা দলকে দুর্বল করার চেষ্টা করে। মুশতাকের মত ঘাপটি মেরে থাকা দালালদের পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া বাধানোকে আমরা আমলে নিচ্ছি না।’

আজ বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজের উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘বিএনপি, জামায়াত এবং কতিপয় বিদেশি চক্র নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে হৈচৈ করছে। এর ভেতরে বিএনপি-জামায়াত চক্র এমন সব কর্মসূচি দিচ্ছে তাতে দেশের অর্থনীতি, মানুষের জানমাল এবং শান্তি নষ্ট হচ্ছে। হৈচৈর আড়ালে চক্রটি সরকার অদল-বদলের একই সুরে তানপুরা বাজাচ্ছে। এর মাধ্যমে ৭৫, ৮২ ও ১/১১ ঘটানোর একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। একটা তাবেদার সরকার বানানোর চেষ্টা চলছে।’ কোনো অজুহাতেই বা চক্রান্তে সাংবিধানিক ধারা বানচাল করতে দেওয়া হবে না বলেও জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে দেশের অনেক উন্নয়ন হয়েছে উল্লেখ করেজাসদ সভাপতি বলেন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দিয়েছেন আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গ্রামে কিংবা শহরে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, এমন বাড়ি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে সরকার।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা যে কষ্ট করে গ্রামের যে রাস্তা ও বিদ্যুৎ দিয়েছে এই (কচুবাড়ীয়া) গ্রামের রাস্তা কি কখনো শেখ হাসিনা দেখেছে। এটা দেখেছে এই আসনের এমপি হাসানুল হক ইনু। শেখ হাসিনার চোখ হলো ইনুর চোখ আর ইনুর চোখ মানেই এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মেম্বারের চোখ।

তিনি আরও বলেন, সরকারের প্রচেষ্টা ছিল বলেই উন্নয়ন তৃণমূল

পর্যায়ে পৌঁছেছে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা থাকলে দেশের উন্নয়ন টেকসই হবে। এ সময় তিনি আগামী নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

মিরপুর উপজেলা জাসদের সাধারন সম্পাদক আহম্মদ আলী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জহুরুল ইসলাম, উপজেলা সহাকরী কমিশনার ভুমি) হারুন অর রশীদ, জেলা জাতীয় যুবজোটের সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমানসহ জাসদ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের ট্রেন চালু হয়ে গেছে: ইনু

সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের ট্রেন চালু হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রীক দল-জাসদের সভাপতি ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি।

তিনি বলেন, সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচনের ট্রেন আগামী দ্বাদশ নির্বাচন চালু হয়ে গেছে। রাজপথে দখল বেদখলের খেলায় মেতে থাকলে নির্বাচনের ট্রেন ষ্টেশনে পৌঁছে যাবে। বিএনপিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে রাজপথে থাকবে না নির্বাচনে ট্রেনে উঠবে। বিএনপি দেশী বিদেশের গায়েবী শক্তির উপর আশা করে রাজপথে বসে থাকবে তারা নির্বাচনের ট্রেন ফেল করবে।

আজ বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার নাজমুল উলুম সিদ্দিকীয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার চারতলা ভিত বিশিষ্ট চারতলা একাডেমিক ভবনের শুভ উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি স্বপ্ন দেখছেন সরকার দখলের যে চেষ্টা চলছে সেটা বাংলাদেশের জনগণ প্রতিহত করবে। ৭১’র খুনি, ৭৫’র খুনি, ২১শে আগষ্টের খুনের ঠিকাদার হচ্ছে বিএনপি। বিএনপি গণতন্ত্র নিয়ে চিৎকার করে জঙ্গী ও রাজাকারদেরকে পুনরায় তাদেরকে আবারও রাজনৈতিক মাঠে আনতে চায়।

বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে তিনি জাসদের এই নেতা আরও বলেন, অতিতে যারা জঙ্গী সন্ত্রাসীদের সাথে জড়িত, আগুন সন্ত্রাস, ২১ আগষ্ট ভয়াবহ খুনের সাথে জড়িত ছিল এবং মামলা থাকায় তাদের বিচার কার্য করার আটক করছে পুলিশ। বিএনপির সাধারণ কর্মী বা কোন নেতাকর্মীকে হয়রানী করা হচ্ছে না।

এ সময় জেলা জাসদের সভাপতি গোলাম মহসিন, মিরপুর উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আহম্মেদ আলী, মিরপুর পৌরসভার মেয়র হাজী এনামুল হক, মিরপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি)হারুন অর রশীদ,মিরপুর উপজেলার নাজমুল উলুম সিদ্দিকীয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ছালেহ উদ্দিনসহ জাসদের নেতাকর্মীরা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে মিরপুর উপজেলা ছাত্রলীগের বৃক্ষরোপণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭ তম জন্মদিন উপলক্ষে কুষ্টিয়ার মিরপুরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে মিরপুর উপজেলা ছাত্রলীগ।

গতকাল শুক্রবার (২৯ সেপ্টেম্বর) এ উপলক্ষে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপণ করেন তারা।

মিরপুর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আসলাম আরেফীন এর নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির বিষয়ে উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আসলাম আরেফীন বলেন, প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন উপলক্ষে আমার নেতা মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামারুল আরেফীনের নির্দেশে আমরা উপজেলা ছাত্রলীগ বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ করেছি। বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রনে বৃক্ষ রোপনের কোন বিকল্প নাই তাই মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ সবুজায়নের পক্ষে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ভিশন ২০৪১ তথা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যতা মুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সবুজয়ানের বিষয়টি সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও কুষ্টিয়ার উন্নয়নের রুপকার মাহবুব আলম হানিফ এমপি মহদয়ের সবুজায়ন কুষ্টিয়া গড়তে এটি আমাদের একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করে ছাত্রলীগের সভাপতি আসলাম আরেফীন আরও বলেন, পরম করুণাময় আল্লাহতা’লা তার সহায় হোন। যাতে তিনি দেশ থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত, দুর্নীতি, সন্ত্রাস নির্মূল করতে পারেন এবং দেশবাসীকে সুশাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও উন্নত জীবন গঠনে সহায়তা করতে পারেন।

মিরপুর উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলায় আরো ৪৬টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার ঘর পেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে নির্মিত এসব ঘর এবং বন্দোবস্তকৃত জমির কাগজপত্র উপকারভোগি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ৭টি জেলা এবং ১৫৯টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেন। এর ফলে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত জেলার মোট সংখ্যা নয়টি এবং উপজেলার সংখ্যা ২১১টি।
গতকাল বুধবার সকালে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক

অনুষ্ঠানে ৪৬টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের মাঝে ঘরের চাবি ও জমির মালিকানা দলিল হস্তান্তর করা হয়।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ঘরের চাবি ও জমির মালিকানা দলিল হস্তান্তর করেন।

এসময় তিনি বলেন, অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা- চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকার। বর্তমান সরকার মানুষের শিক্ষা-চিকিৎসা দেয়ার পাশাপাশি বাসস্থান গড়ে দিয়েছে, যা অনেক উন্নত রাষ্ট্র দিতে পারেনি। এতোদিন যাদের ঠিকানা ছিল গাছের তলায়। কিংভা ক্যানেলের ধারে। এখন তারা স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পেয়ে খুশি আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পবাসী। এছাড়া ঘরের পাশাপাশি মাছ চাষের জন্য খাল ও সবজির চাষে জন্য জমি পেয়ে জীবনই বদলে গেছে তাদের। ঘর পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়েছে অনেকেই।

তিনি বলেন, ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসনের মত একটি মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরাসরি সম্পৃক্ত করায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রধানমন্ত্রী আমাদের এমন একটি ভালো কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন, যার কারণে আমরা কৃতজ্ঞ।

তিনি আরও বলেন, যাদের কিছুই ছিল না, যারা ক্যানেলের ধারে থাকতো, আবার কেউ কেউ অন্যের উঠানে থাকতো। তাদের স্থায়ী ঠিকানার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর উপহারের এই জমি ও ঘর তাদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাইতো তারা চিরকৃতজ্ঞ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি।

প্রধানমন্ত্রীর উপহার ভুমিহীনদের জন্য আবাসন প্রকল্পের বাসীন্দাদের উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গিকার সকলের জন্য আবাসন ব্যবস্থা, সেটি বাস্তবায়ন হয়েছে। ভুমিহীনদের বিভিন্ন প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ও সবজি উৎপাদনসহ বিভিন্ন আর্থিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করতেও উদ্যোগ নেওয়া হবে, যাতে তাঁরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহারের দেয়া ঘরে পরিবার পরিজন নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর আবেগঘন প্রকল্প আবাসন, তাই যত্মসহকারে নির্মান করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী

কর্মকর্তা হারুন অর রশীদ, মিরপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি এ্যাড. আব্দুল হালিম, মিরপুর পৌরসভার মেয়ার হাজী এনামুল হক মালিথা, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন, উপজেলা নাগরিক কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল করীমসহ, বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান ও বিভিন্ন ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান, সাংবাদিক, উপকারভোগীসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মিরপুর উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা হারুন অর রশীদ বলেন, বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে যুক্ত হয়ে ৪৬টি ঘর হস্তান্তর করেন। এরমধ্য দিয়ে আমাদের এই মিরপুর উপজেলা ভূমিহীনমুক্ত উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করা হলো। এরআগে আমরা মিরপুর উপজেলায় ২৭১টি ঘর ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর দিয়েছি।

কুষ্টিয়ায় পৃথক দুটি মামলায় যাবজ্জীবন- ১ ও অপরজনের ১০ বছরের কারাদন্ড

কুষ্টিয়ায় বড় ভাবীকে হত্যার দায়ে শুকুর আলী নামে একজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও একই সাথে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং দেশীয় তৈরীর এলজি (বন্দুক), ৩ রাউন্ড গুলি, ২টি ককটেল বোমা রাখার অপরাধে তাজুব্বর মালিথা নামে অস্ত্র মামলায় ১০ বছরের কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের বিচারক মোঃ তাজুল ইসলাম আসামীদের উপস্থিতিতে এই পৃথক দুটি মামলার রায় ঘোষনা করেন। রায় প্রদান শেষে কড়া নিরাপত্তায় আসামীদেরকে জেলাকারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামী হলেন দৌলতপুর উপজেলার পূর্ব আমদামী ঘাট এলাকার মৃত সাহাজ উদ্দিন শেখের ছেলে শুকুর আলী এবং

অস্ত্র মামলার আসামী হচ্ছেন মিরপুর উপজেলার চিথলিয়া বাজারপাড়া গ্রামের আকবার মালিথার ছেলে তাজুব্বর মালিথা।

আদালত সূত্রে জানা যায় ২০১৩ সালের মার্চের ২০ তারিখে আসামী শুকুর আলী পানি না নিয়ে বাথরুমে যান। পরে আসামীর মেয়ে বিথী (৭) এর কাছে বাথরুমে এসে পানি দিতে বললে তার মেয়ে পানি না দিয়ে চলে যায়। পরবর্তীতে বদনায় করে বাথরুমে পানি না দেওয়ার কারণে মেয়েকে গালিগালাজ করতে থাকে। আসামীর বড় ভাবী রওশনা তার মেয়েকে গালিগালাজ করতে নিষেধ করায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠানে থাকা কোদালের ধারালো পাশের উল্টা পিঠ দিয়ে আসামীর বড় ভাবী রওশনা কে মাথার পিছনে আঘাত করিলে গুরুত্বর রক্তাক্ত জখম হন এবং ঘটনাস্থলে মারা যান। এ বিষয়ে দৌলতপুর থানায় একদিন পরে নিহতের ভাই বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষ করে ২০১৩ সালের অক্টোবর ০২ তারিখে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন এবং সাক্ষীপ্রদান শেষে আজ এ রায় ঘোষণা করেন।

অপরদিকে, ২০১২ সালের জুনের ১৬ তারিখে মিরপুর থানার পুলিশ অভিযান পরিচালনা কালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন মিরপুর উপজেলার চিথলিয়া গিয়াস উদ্দিন পিস্তলের বাড়ীর উত্তর পাশে আম কাঠালের বাগানের মধ্যে সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করার জন্য অস্ত্রগুলি ও বোমাসহ অবস্থান করছে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হলে কয়েকজন লোক দৌড়াইয়া পালানোর চেষ্টা করে। তখন পুলিশের সহায়তা তাদের পিছু ধাওয়া করে তাজুব্বর মাথিলার দেহ তল্লাশী করে একটি দেশীয় অস্ত্র এলজি বন্ধুক এবং কোমরে গোজানো অবস্থায় তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। পরবর্তীতে মিরপুর থানায় পুলিশ বাদী হয়ে একটি অস্ত্র আইনের মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্ত শেষে আদালত আজ এই রায় ঘোষনা করেন।